র‍্যাশনালাইজেশন—শ্রমিক নিধনের এক ঘৃণ্য চক্রান্ত

র‍্যাশনালাইজেশন প্রবর্ত্তনের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে ভারতীয় শিল্পপতিরা উঠে পড়ে লেগেছেন। র‍্যাশনালাইজেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্ক বাড়াবার জন্য হয় উন্নততর যন্ত্রপ্রবর্ত্তনের মারফৎ না হয় "অল্প শ্রমিক বেশী উৎপাদন করবে" এই কথা বলে শ্রমিক ছাঁটাই করা। অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদ যখন তার উন্নতির আর কোন উপায়ই দেখছেনা তখন এই সমস্ত উপায়ের প্রতি তার ঝোঁক বাড়বে সন্দেহ নেই-কিন্তু সমস্যা এতে সমাধান তো হবেই না বরঞ্চ আরো জটিল হয়ে উঠবে।

প্রকৃতপক্ষে র‍্যাশনালাইজেশনের প্রচেষ্টা গত কয়েক বছর ধরেই ধীরে ধীরে করা হচ্ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বোম্বাই ও এলাহাবাদের শিল্পপতিরা র‍্যাশনালাইজেশন করার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যেই ঘোষনা করেছেন—এবং সেই জন্যই এটা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ পড়ে গেছে। অবশ্য শিল্প পতিরা সোজাসুজি শ্রমিক নিধনের উদ্দেশ্যটা খুলে বলছেননা। কোথায়ও তারা এটাকে শিল্পের "আধুনিকীকরণ" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং কোথাও কোথাও ভারতীয় শিল্পের (বিশেষভাবে চট শিল্পে) আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যকেই এর পেছনে যুক্তি হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু মুখে যাই তাঁরা বলুননা না কেন এই র‍্যাশনালাইজেশনের নাম করে চট শিল্পে ইতিমধ্যেই ১৫।২০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে—ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে এর খড়্গ শুরু হয়ে গেছে এবং আরো দু'একটি ক্ষেত্রে তার তোড়জোড় চলেছে।

এটা পরিস্কার বোঝা দরকার যে উন্নততর যন্ত্র প্রবর্ত্তন করেই হোক অথবা "অধিক উৎপাদন কর" এই শ্লোগান তুলেই হোক কোন কারণেই ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাইকে সমর্থন করা চলে না। আর সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এদেশের শিল্পপতি বা পুঁজিপতিরা অর্থনীতির মূল কথা সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল নহেন। র‍্যাশনালাইজেশন যত কার্য্যকরী হবে তত শ্রমিক ছাঁটাই বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক অসন্তোষের কথা ছেড়ে দিলেও একথা বুঝতে কারোও অসুবিধে হয় না যে র‍্যাশনালাইজেশনের ফলে কম খরচায় উৎপাদন করলেও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মুখে সেই উৎপন্ন দ্রব্য কেনবার লোক ক্রমশঃ কমে যাবে। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে পুঁজিপতিরা শুধু কম খরচায় উৎপাদনটাই দেখছেন কিন্তু র‍্যাশনালাইজেশনের সুদূর প্রসারী ফল সম্পর্কে তাঁরা মোটেই সচেতন নন। শুধু তাই নয়—যখন আন্তর্জাতিক দিকথেকে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলো সমস্যার পর সমস্যায় ভুগছে তখন এধরণের প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়কে রোধকরা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে দেশের বেকার সমস্যা নিয়েও আলোচনা করা দরকার। র‍্যাশনালাইজেশনের প্রশ্নবাদ দিলেও দেশে বেকারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের যে সমস্ত সমস্যা সমাজজীবনকে উৎপীড়িত করে তুলেছে তার মধ্যে বেকার সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা। এহেন পরিস্থিতিতে শুধু একটা খামখেয়ালীপনার বশবর্ত্তী হয়ে বা হীন স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে র‍্যাশনালাইজেশন করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকৃত পক্ষে এখন পর্য্যন্ত যে হিসাব দেখা যাচ্ছে তাতে ৩জনের স্থলে ২জন শ্রমিক নিয়োগ করার দিকেই সমস্ত প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে এটা পুরোপুরি কার্য্যকরী হলে দেশে বেকার সমস্যা কি ভীষণ আকার ধারণ করবে!

এখানে বলে রাখা দরকার যে র‍্যাশানালাইজেশনের বিরোধীতা করা মানে নীতিগত দিক থেকে উন্নততর যন্ত্র প্রবর্ত্তন বা বিজ্ঞানের উন্নতিরবিরোধীতা করা নয়। আসলে শুধু পরিকল্পনা বিহীন মুনাফাশিকারী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বিজ্ঞানের সমস্ত উন্নতিকে প্রতিহত করছে—বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের স্বার্থের অনুকূলে নিয়োগ করতে পারছে না। সোভিয়েট চীন প্রভৃতি দেশের দিকে তাকালে এ সত্যটি ধরা পড়বে। এ সমস্ত দেশে বিজ্ঞানের উন্নতি অপ্রতিহত গতিতে চললেও, উন্নততর যন্ত্র প্রবর্ত্তন হলেও শ্রমিকদের বেকার হতে হচ্ছে না—অত্যন্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পের পুনর্গঠন করা হচ্ছে। এই সত্যটি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কেননা এই র‍্যাশনালাইজেশনকে কেন্দ্র করে এবং তাকে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমাদের দেশের কোন কোন সমালোচক জনসাধারণের দৃষ্টিকে ভুল পথে চালাবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং যন্ত্র সভ্যতাই মানুষের সমস্যার মূল কারণ এবং এই কারণেই পুঁজিপতিদের পক্ষে আজ র‍্যাশনালাইজেশনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই জন্য তাঁরা এক কথায় বিজ্ঞানকে সমস্যার কারণ হিসেবে দোষারোপ করে র‍্যাশানালাইজেশনকে ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিবাদ করে পুরানো বিকেন্দ্রীকৃত কুটীর শিল্পের যুগে ফিরে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন র‍্যাশনালাইজেশন করার সমস্যাকে এড়ানো যাবেনা তেমনই আজ ইচ্ছে করলেই কুটীর শিল্পের যুগে ফিরে যাবার কোন উপায়ই নেই।

যাই হোক্ ধনিক মালিকগোষ্টির এই চক্রান্তকে রুখে দাঁড়াবার সময় আজ উপস্থিত। ব্যাপক বেকার সমস্যাকে প্রতিহত করার জন্য, মুনাফালোভী পুঁজিপতিদের চক্রান্তকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে আজ প্রতিটি শ্রমিককে প্রতিটি শিল্পে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। র‍্যাশনালাজেশনের সমস্যাকে রুখে দাঁড়াবার জন্য প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের আজ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইভাবে একদিকে কেন্দ্রীয় আন্দোলন সংগঠনের পথে অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের নিজস্ব "সংগ্রাম কমিটি" গঠন করার ভেতর দিয়ে এবং সাথে সাথে ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন নিয়ে মালিকগোষ্ঠীর এই ঘৃন্য চক্রান্তকে রুখে দাঁড়ান।

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] মঙ্গলবার, ১৮ই মে, ১৯৫৪ [চারি পয়সা

১লা মে ঐতিহাসিক শ্রমিক সংহতি দিবস পালন

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরনীয় দিন। আমেরিকার চিকাগো সহরের হে-মার্কেটের শহীদদের রক্তে রঞ্জিত লাল পতাকা শ্রমিক সংহতির জলন্ত নিদর্শনরূপে সমগ্র দুনিয়ার শোষিত মেহনতী জনগনের সংগ্রামের পথে প্রতি বৎসর নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এবারও দুনিয়াব্যাপী তাই মে দিবসে শ্রমিক শ্রেণী দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শোষক ও তার দোসর দেশীয় ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার এ বৎসর প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে, পার্টি দপ্তর এবং কেন্দ্রসমূহে লাল পতাকা উত্তোলন এবং সমস্ত দিন ব্যাপী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১লা মে উপলক্ষে প্রকাশিত "সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনতার পার্টি ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের সংগ্রামী ভূমিকা" নামক পুস্তক বিক্রয় অভিযান, মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্ত, নেহরু সরকারের শান্তির ধাপ্পা, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে, ছাঁটাই বেকারী বন্ধের দাবীতে, মজুরী বৃদ্ধি, শ্রমিক, কৃষক মেহন্নতী জনতার ঐক্য গড়া প্রভৃতির উপর প্রাচীর পত্র, বস্তি ব্যারাকে বৈঠক, ক্ষেতে খামারে সভা এবং পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় বিহারের ঝরিয়া, ডিগওয়াডি, সিন্ধ্রি ঘাটশীলা, জুইসা, আরা প্রভৃতি অঞ্চলে যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর, গাজীপুরে এবং উৎকলের ধাণমণ্ডলে, কটক সহরে কর্মী সমাবেশের মাধ্যমে মে দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এবং শ্রমিক শ্রেণীর দল হিসাবে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করিয়া শ্রমিক ও মেহনতী জনগনের মুক্তি সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করা হয়। ১লা মে বজ্র মুষ্টি উত্তোলন করিয়া পার্টি ঘোষণা করে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' 'দুনিয়ার শ্রমজীবি সংহতি অটুট হোক।'

দিয়েন বিয়েন ফু'র বিজয়ী বীর সৈনিকগণ

ভারতের শোষিত মেহনতী জনতার বিপ্লবী অভিনন্দন লও !

দিয়েন বিয়েন ফু'র পতন কেবলমাত্র ইন্দোচীনেরই নয়, সমগ্র এশিয়ার শোষিত ঔপনিবেশিক জনগনের মুক্তি সংগ্রামের পথের এক ঐতিহাসিক মাইলষ্টোন। প্রায় ষাট দিন ধরে সম্মিলিত ফরাসী ও মার্কিন সৈন্যদলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করে, গত কয়েক সপ্তাহের প্রবল বর্ষা ও এক কাদার সমুদ্রে আবক্ষ নিমজ্জমান অবস্থায় যুদ্ধ করতে করতে ভিয়েৎমিন সৈন্যবাহিনী সাম্রাজ্যবাদীদের এই দুর্ভেদ্য ঘাঁটিটী দখল করেছে। কেবলমাত্র সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই বিজয়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বিরাট। তার কারণ, যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এঁদের জয়লাভ করতে হয়েছে সেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা অস্ত্রশস্ত্র ও সমর সম্ভারের দিক থেকে এঁদের থেকে বরাবরই উৎকৃষ্ট। তাছাড়া তারা আজ দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আর্থিক বলে বলীয়ান। গত তিনবৎসর ধরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের এবং দেশদ্রোহী অপদার্থ রাজা বাওদাইকে টিকিয়ে রাখার জন্য মার্কিন শাসকগোষ্ঠী এখানে কোটী কোটী ডলারের কামান বন্দুক, ট্যাংক এরোপ্লেন ও সৈন্যবাহিনী সরবরাহ করেছে। কিন্তু এত টাকা এত অস্ত্রশস্ত্র এবং এত সুদক্ষ সমর বিশারদদের নিয়েও ইন্দোচীনের সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানের চাপে সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে পিছু হটছে তাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে সামরিক কৌশল গত দিক থেকেও আজ বিপ্লবী জনসাধারণ যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের পরাস্ত করতে সক্ষম।

ভিয়েৎমিন সৈন্যদের এই বিজয় অভিযানের ফলে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণের জীবনে এক লক্ষ্যনীয় পরিবর্ত্তন ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে। মালয়, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলির শোষিত মেহনতী জনসাধারণ স্বভাবতঃই আজ ইন্দোচীনের এই মুক্তি সংগ্রামকে মনে প্রাণে অভিনন্দন জানাবে এবং তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করারও চেষ্টা করবে। তাছাড়া এই নূতন পটভূমিকাতে এই সমস্ত দেশের মুক্তি সংগ্রামের কলা কৌশলকে নূতনভাবে বিচার করবার সময় এসেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলন এইভাবে যতই শক্তিশালী হবে, দুনিয়াতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের জীবনের শেষ দিন ততই নিকটবর্ত্তী হবে। তাই দিয়েন বিয়েন ফুর বিজয়ের দিন—এশিয়ার প্রত্যেকটি মুক্তিকামী ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশবাসীর কাছে এক গৌরবময় স্মরণীয় দিন।

দিয়েন বিয়েন ফুর বিজয়ী সৈন্যবাহিনী বর্ত্তমান দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শান্তিরক্ষী বাহিনী। শান্তির নাম করে আমাদের দেশে আজ নানা রকম বিভ্রান্তিমূলক নীতিবচন আওড়ান হচ্ছে এবং জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন করে রাখার তোড়জোড় চলেছে। ভিয়েৎমিনের বিজয়ী বাহিনী প্রমান করেছে যুদ্ধকে ভয় করা, যুদ্ধোয়োজন সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট থাকা কিংবা যুদ্ধবাজদের আক্রমনকে প্রতিরোধ না করা এদের কোনটাই শান্তি আন্দোলনের অন্তর্গত নয়। শান্তির অর্থ, যে কোন প্রকার যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সংগঠিত ভাবে সংগ্রাম করা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে ততদিন প্রকৃত এবং স্থায়ী শান্তি আসতে পারেনা। কারণ ঔপনিবেশিক শোষণ, বিদেশে যুদ্ধঘাঁটি নির্মান না করে সাম্রাজ্যবাদীরা কোনদিনই বাঁচতে পারেনা। তাই সারা দুনিয়ার স্থায়ী শান্তি আনতে হ'লে সর্বপ্রকার ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদীদের সর্বপ্রকার যুদ্ধ অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কাজেই অবস্থাভেদে 'শান্তি আন্দোলন' জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামের সংগে এক পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। ইন্দোচীনে আজ তাই ঘটছে। যুদ্ধবাজ ঔপনিবেশিক ফরাসী শাসকগোষ্ঠী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎমিনের এই সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদীদের এই পরাজয় বর্ত্তমান দুনিয়ার শান্তি আন্দোলনকে বহুগুণে শক্তিশালী করেছে।

কিন্তু এরই সংগে আর একটী ঘটনাকে লক্ষ্য করা দরকার তা' হ'ল এই বিরাট সামরিক বিজয় এবং তার ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও ভিয়েৎমিন সরকার আজ যুদ্ধবিরতির জন্য একই সাথে আগ্রহশীল। ভিয়েৎমিন সরকারের পক্ষ থেকে এর পূর্বে যুদ্ধবিরতির জন্য নানা প্রকার প্রস্তাবই পাঠান হয়েছিল—যেগুলি গৃহীত হয়নি। গত ১০ই মে জেনেভা সম্মেলনে ভিয়েৎমিন প্রতিনিধি আটদফা সর্ত্ত সম্বলিত যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি মোটামুটী ভাবে এইরূপ—(১) সমগ্র ইন্দোচীনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা (২) লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনাম থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, (৩) এই তিনটী প্রদেশে স্বাধীন নির্বাচন (৪) উভয় পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে নির্বাচন কমিটি গঠন (৫) ফ্রান্সের সহিত সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে ভিয়েৎমিন, প্যাথেট লাও ও কাম্বোডিয়ার ঘোষণা (৬) ভিয়েৎমিনদের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার দমন নীতির অবসান (৭) বন্দী বিনিময় (৮) উপরোক্ত সর্ত্তগুলির ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতি।

উপরোক্ত সর্ত্তগুলির ভিত্তিতে জেনেভা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতি ঘটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির তরফ থেকে নানাপ্রকার কলা কৌশল খাটান হচ্ছে যাতে করে এই সর্ত্তগুলি এড়িয়ে যাওয়া যায় অথবা জেনেভা সম্মেলনকে বানচাল করা যায়। কারণ ইন্দোচীনে ফরাসী ও মার্কিণ গোষ্ঠী যে বিপুল পরিমান অর্থ ও লোকজন ক্ষয় করেছে তাতে তার পক্ষে এই নিদারুণ পরিণামকে স্বীকার করে নেওয়া বা এতদিনকার কায়েমী ঔপনিবেশিক ঘাঁটিকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। তাছাড়া আমেরিকার পক্ষে আজ ইন্দোচীনের ঘাঁটী হাত ছাড়া হওয়ার অর্থ ভবিষ্যত সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধ প্রস্তুতিতে এক চূড়ান্ত বিড়ম্বনা। তাই ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী "বিদো" সাহেব ৬ দফা সর্ত্ত সম্বলিত এক প্রস্তাবে জানিয়েছেন যে যুদ্ধ বিরতি করতে হলে এক আন্তর্জ্জাতিক কমিটির তত্ত্বাবধানে সমস্ত গেরিলা সৈন্য ও পুলিশের (প্রধানতঃ ভিয়েৎমিন) নিরস্ত্রীকরণ করাটাই প্রথম প্রয়োজন। এই প্রস্তাবের সাথেই সুর মিলিয়ে বরং আর এক পর্দা চড়িয়ে মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের মন্ত্রী ডালেস সাহেব বলেছেন—"The United States would be gravely concerned if an armistice or cease-fire were reached at Geneva which would provide a road to a communist take-over and further aggression into Indo China and S. E. Asia."

কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ইন্দোচীনকে ভিত্তি করে জেনেভা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও শান্তিশিবিরের পরস্পর বিরোধী স্বার্থই নূতন করে আর একবার মোকাবিলা করছে। শুধু তাই নয়, জেনেভা সম্মেলন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অন্তর্বিরোধকেও, বেশ পরিস্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে—ব্রিটিশ নীতির সাথে মার্কিণ নীতির প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বই তার প্রমাণ।

বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী জনসাধারণ চায়, এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হোক এবং এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধের অবসান ঘটুক। কিন্তু সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার অর্থ যে কোন সর্ত্তে যুদ্ধবিরতিকে স্বীকার করে নেওয়া নয়। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা মেনে না নেওয়া পর্য্যন্ত ভিয়েৎমিন সরকারকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। কোন প্রকার অন্যায় সিদ্ধান্তের সাথে এই ন্যায় যুদ্ধের বোঝাপড়া হতে পারেনা। এশিয়া তথা সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষ আজ দিয়েন বিয়েন ফু'র সংগ্রামের সাফল্যের প্রতি আগ্রশীল ভাবে অপেক্ষমান। দিয়েন বিয়েন ফু'র পথ মেহনতী মানুষের মুক্তির পথ। ইন্দোচীনের মুক্তি সংগ্রাম জয়যুক্ত হোক্।

ত্রুটি স্বীকার

১লা মে '৫৪ সালে এস, ইউ, সি, আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা প্রকাশিত "সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনতার পার্টি ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সংগ্রামী ভূমিকা" নামক পুস্তিকায় ৮১ পৃষ্ঠা হইতে ৮৮ পৃষ্ঠার মধ্যে কয়েক জায়গায় প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির নাম ভুলক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ত্রুটি মার্জনীয়। নিবেদক

প্রকাশক—জে, এ, বক্সি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক ও ক্ষেতমজুর সম্মেলন

বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত

কৃষি সমস্যা দূরীকরণে সক্রিয় কর্ম্মপন্থা গ্রহণ

গত ১৬, ১৭, ১৮ই এপ্রিল পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক ও ক্ষেতমজুর সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন জয়নগর-মজিলপুরে, ভারতের বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড প্রীতিশ চন্দের সভাপতিত্বে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের প্রারম্ভে প্রোগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েশনের (পি.সি.এ) কর্মীবৃন্দ গণ-সঙ্গীত দ্বারা প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া প্রভৃতি জিলা হইতে তিন শতাধিক গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর এই প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রতিনিধি অধিবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে পঃ বঙ্গের গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের প্রিয় নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম, এল, এ, দেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিয়া দেখান যে, দীর্ঘ দিনের ঘুণেধরা মধ্যসত্ব ও তদনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার চাপে সাধারণ কৃষক সমাজ দিনের পর দিন কিভাবে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সম্প্রতি মধ্যসত্ব ব্যবস্থা বা জমিদারী উচ্ছেদের নামে, কংগ্রেসী সরকার যে নূতন ধরণের গ্রাম্য ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া গ্রামাঞ্চলে ধনিক মালিকী ব্যবস্থাকে জিয়াইয়া রাখিবার অভিনব ফন্দী আঁটিয়াছে ইহার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া কৃষকদের মূলদাবীর অনুকূলে, বিনা খেসারতে জমিদারী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন ও কৃষকদের জীবন ধারণ উপযোগী জমি বণ্টন করিবার দাবী করেন। সর্বশেষে কমরেড ব্যানার্জী গরীব কৃষকদের ক্ষেতমজুরদের পাশে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য সংগ্রাম করিতে আহ্বান জানান।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি, ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থায় কিভাবে প্রকৃত কৃষকদের হাত হইতে মুষ্টিমেয় জমিদার-জোতদারের হাতে জমি সঞ্চিত হইতেছে ব্যাখ্যা করিয়া জমি দখলের সংগ্রাম পরিচালনার সাথে সাথে ধনিকতন্ত্রের অবসানের সংগ্রামকে যুক্ত করিবার দিকে কৃষক ও ক্ষেতমজুর প্রতিনিধিদের উপদেশ দেন।

বিশিষ্ট কৃষক ও জননেতা কমরেড নীহার মুখার্জী কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলনকে জিলার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সারা প্রদেশের ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে আহ্বান জানান।

তিন দিন ব্যাপী প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রতিনিধিরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পশ্চিম বঙ্গের ভূমি ব্যবস্থা, কৃষকদের জমি হইতে উচ্ছেদের সমস্যা, কৃষিকরণ পদ্ধতি, সরকারী সাহায্যে অব্যবস্থা, জল, সেচ, রাস্তাঘাট, শিক্ষা, তে-ভাগা ও ভাগচাষীর সমস্যা, ক্ষেতমজুরের উত্তরোত্তর ভয়াবহ সংখ্যা বৃদ্ধি ও মজুরী হ্রাস, জমিদারী জোতদারী শোষণ, মহাজনী শোষণ, পুলিশী জুলুম এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত প্রভৃতি সমস্যার উপর আলোচনা করিয়া বিনা খেসারতে সমস্ত প্রকার মধ্যসত্ব ব্যবস্থা বিলোপ করিয়া কৃষকদের হাতে জীবন ধারনোপযোগী জমি বণ্টন, বর্গাদার আইন ভাগচাষীর স্বার্থে সংশোধন, মহাজনী প্রথার লোপ, বিনা বা নামমাত্র সুদে কৃষিঋণ ও চাষের জন্য সার ও যন্ত্রপাতি সরকার কর্ত্তৃক সরবরাহ, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা, সেচের সুব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা, শিক্ষার সুব্যবস্থা, ভূমিহীন চাষীর হাতে জমি দানের ব্যবস্থা, ক্ষেত মজুরের মজুরীর হার বাজারদর অনুযায়ী ঠিক করিয়া দেওয়া, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের উপর হইতে সমস্ত মিথ্যা মামলা ও পরোয়ানা প্রত্যাহার, জমি হইতে উচ্ছেদ বন্ধের জন্য সমস্ত জাল দলিল খারিজ, বিশ্বযুদ্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তির সংগ্রামকে শক্তিশালী করা, আনবিক ও হাইড্রোজেন বোমা এবং সমস্ত মারণাস্ত্র নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি দাবীর উপর সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রতিনিধি অধিবেশনের সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দ বিগত তে-ভাগা আন্দোলনে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য ভাগচাষীদের এবং মজুরীবৃদ্ধি ও মজুরীর মান নির্ধারণের সংগ্রামের জন্য ক্ষেতমজুরদের অভিনন্দন জানাইয়া সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী আগামী দিনে সংগ্রামের মারফৎ কার্য্যকরী করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি অধিবেশনে কমরেড সুধীর ব্যানার্জী, ইয়াকুব পৈলান, সনৎ দত্ত, ঠাকুরদাস পাল, শক্তি দত্ত, রবীন মণ্ডল, রেণুপদ হালদার, ধীরেন ভাণ্ডারী, অতুল মণ্ডল, মজিবুর রহমান, মহাদেব হালদার, মদন তাঁতি, নিরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ কৃষক ও ক্ষেতমজুর নেতা ও সংগঠক বিভিন্ন দিক হইতে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জ্বলন্ত সমস্যা সমূহ প্রতিকারের পথ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম, এল, এ-কে সভাপতি করিয়া তিনজনের এক সম্পাদক মণ্ডলী ও পনের জন সভ্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের এক শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয় এবং প্রাদেশিক দপ্তর ৪৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (দ্বিতলে) কলিকাতা-১৩ স্থাপিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও ক্ষেতমজুর সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন (প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) গত ২রা মে ২৪ পরগণার জয়নগর থানার সখেরহাটে কমরেড অমৃত শিকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে কৃষক ও ক্ষেতমজুর দূর দূরান্ত হইতে পায়ে হাটিয়া ও নৌকায় করিয়া লাল ঝাণ্ডা, তীর, ধনুক, লাঠি কাঁধে করিয়া এবং কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দাবী সমন্বীত পোষ্টার লইয়া হাজারে হাজারে যোগদান করেন।

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম এল.এ লালঝাণ্ডা উত্তোলন করিলে হাজার হাজার কৃষক ও ক্ষেতমজুর লালঝাণ্ডার জয়ধ্বনীতে সুন্দরবন কাঁপাইয়া তোলে। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী দীর্ঘ দেড়-ঘণ্টাকাল বিস্তৃতভাবে প্রতিনিধি সম্মেলনের আলোচ্য কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের বিভিন্ন সমস্যাবলী ব্যাখ্যা করিয়া আগামী 'জমি হইতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে' সংগ্রামকে সফল করার আহ্বান জানান।

কমরেড নীহার মুখার্জী কৃষকদের জমির লড়াই, ক্ষেতমজুরদের মজুরীর হার নির্দ্ধারণ ও মজুরী বৃদ্ধির লড়াই ও কৃষক মজুর রাজ গঠনের সংগ্রামকে আগে বাড়াইয়া নেওয়ার জন্য পঃ বঃ প্রাদেশিক কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনে লাখে লাখে সভ্য হইতে আহ্বান করেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, ইয়াকুব পৈলান, রবীন মণ্ডল, রেণুপদ হালদার প্রমুখ সংগঠক প্রতিনিধি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী পেশ করিয়া বক্তৃতা করেন এবং সম্মেলনে সমস্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রকাশ্য অধিবেশনের সভাপতি বৃদ্ধ ক্ষেতমজুর কমরেড অমৃত শিকারী সমবেত কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের লৌহদৃঢ় ঐক্য ও জানকবুল সংগ্রামের শপথ গ্রহন করিতে আহ্বান করিয়া সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করিলে—বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই, চাষীর হাতে জমি চাই, ক্ষেতমজুরদের জন্য জীবনধারনোপযোগী মজুরী চাই, মহাজনী প্রথার বিলোপ চাই, উচ্ছেদ করা চলবে না, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের উপর হইতে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার কর, যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই, এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ কর, কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশন জিন্দাবাদ, লালঝাণ্ডা কি জয় ধ্বনিতে চারিদিক মথিত হয়।

বিহার প্রাদেশিক গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির

ডিগওয়াডীতে অনুষ্ঠিত

ডিগওয়াডীহ (মানভূম)—

গত ১১, ১২ এবং ১৩ই এপ্রিল মানভূম জেলার ডিগওয়াডীহতে বিহার রাজ্য এস, ইউ, সি গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা শিবিরে বিহার রাজ্যের বিভিন্ন জিলা হইতে ৫৭ জন পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন; তা' ছাড়াও শিক্ষা শিবিরে ভ্রাতৃত্বমূলক অংশগ্রহণ কারী হিসাবে যোগদান করেন পশ্চিম বংগের কলিকাতা, হাওড়া, ২৪পরগণা এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলা হতে প্রায় ২৫ জনের মত পার্টি ও টি, ইউ, এবং কিষাণ কর্মী।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোস, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা কমরেড প্রীতিশচন্দ ও কমরেড শংকর সিং শিক্ষা শিবিরের আলোচনা এবং ব্যাখ্যা কার্য্যের পরিচালনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

২৪শে এপ্রিল বিভিন্ন রাজ্যে "এস, ইউ, সি, দিবস" উদ্‌যাপিত

ভারতের সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্যে সপ্তাহব্যাপী পথ-সভা, বস্তি ব্যারাক বৈঠক, গ্রামাঞ্চলে খামারে খামারে বৈঠক, কর্মীদের চলতী (স্কোয়াড) প্রচার, পোষ্টার, পার্টি-পুস্তিকা বিক্রয় অভিযান, গণ-ফাণ্ড সংগ্রহের কার্য্যক্রম ১৮ই এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত চালিয়ে ২৪শে এপ্রিল কর্মী সমাবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়।

যুক্ত প্রদেশ :—পথ-সভা ব্যাপক পোষ্টার প্রভৃতি ছাড়াও গাজীপুরে কমরেড নারসিং সিং-এর নেতৃত্বে পার্টির সভ্য, সমর্থক, দরদীদের সভায় ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের উৎপত্তির ইতিহাস ব্যাখ্যা এবং আগামী বৎসরে যুক্তপ্রদেশের সাংগঠনিক শক্তি পাঁচগুণ বৃদ্ধির সঙ্কল্প নেওয়া হয়।

উৎকল :—উৎকলের পার্টি সংগঠন অল্প দিনের হওয়া সত্বেও বিশেষ করে কটক জেলার গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। পোষ্টার, পথ-সভা কৃষক ও ক্ষেত মজুর এবং যুব বৈঠকে পার্টির সংগ্রামী ভূমিকার বর্ণনা প্রভৃতি কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়, ধানমণ্ডলে কর্মী সমাবেশে উৎকলের প্রাদেশিক সংগঠক কমরেড মাধব সিং পার্টি নীতি ব্যাখ্যা করে দেশের অন্যান্য নামধারী সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্টদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতাকে দেখিয়ে এস, ইউ, সি'র, অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য তুলে ধরেন। পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে এবারই সর্বপ্রথম কটকে শান্তি সংগ্রামে পার্টির ভূমিকা, নেহেরুর তথাকথিত শান্তি নীতির মুখোস ফাঁস করে, রুটি রুজির লড়াইয়ে, জনগণের মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার এস, ইউ, সির, বিভিন্ন দিক তুলে ধরে কটক সহরে প্রাচীর পত্র ও ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের পুস্তিকা অভিযান ও কর্মী সমাবেশ এবং কমরেড রঘুনাথ দাসের নেতৃত্বে এই দিবসে পার্টির কটক সিটি কেন্দ্র (ইউনিট) গঠিত হয়।

বিহার :—ভারতের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিহারের কয়লা খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে কর্মতৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী প্রতিপালিত করে ২৪শে এপ্রিল কয়লা খনির শ্রমিক ধাওরা গুলোতে পোষ্টার, বৈঠক ও ডিগওয়াডি পার্টি দপ্তরে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ও কর্মী সমাবেশ গুলোতে প্রাদেশিক সংগঠক কমরেড শঙ্কর সিং সতেরটি বেশ বড় ধরণের বৈঠকে শ্রমিক দলের গঠণ পদ্ধতি আলোচনা করেন। শ্রমিক সংগঠক কমরেড অনিল সরকার ধাওড়া ও কর্মী সমাবেশে পার্টির অগ্রগতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। বিহারের রেল শ্রমিক সংগঠক কমরেড কে, ডি গোস্বামী ও অমৃতেশ্বর চক্রবর্ত্তী রেল শ্রমিকদের ঐক্য গড়ায় পার্টির অবদানের বাণী ইষ্টার্ণ রেল কর্মচারীদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে প্রচার করেন।

শ্রমিক অঞ্চল ছাড়াও গ্রামের গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুর এবং আদিবাসীদের মধ্যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড হীরেন সরকারের নেতৃত্বে ও মানভূমের কৃষক নেতা কমরেড সাধু ব্যানার্জীর পরিচালনায় সিংভূম ও মানভূমের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে "চলতি (স্কোয়াড) প্রচার বাহিনী" সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর দল ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কৃষকদের জমি ও ক্ষেত মজুরদের জীবিকার সংগ্রামে অবিচ্ছেদ্য অংশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। এ ছাড়াও কমরেড কে, কে, পাণ্ডে ও রামবদন রায়ের নেতৃত্বে সারা জেলার গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও ক্ষেত মজুর এবং কর্মী সমাবেশে শ্রমিকদের সংগ্রামের পাশে পাশে কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের সংগ্রামী সংহতি গড়ে তোলায় পার্টির প্রচেষ্টা ব্যাখ্যা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ :—পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসের সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী অনুযায়ী পশ্চিম-বঙ্গের সর্বাধিক পথ সভা, প্রাচীর পত্র ও পুস্তিকা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কর্মীসমাবেশের মধ্যে হাওড়ার রংকল, চটকল, ও ইঞ্জিনিয়ারীং কর্মীদের সভায় কমরেড কমলেশ কয়ালদার সভাপতিত্ব করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড নীহার মুখার্জী পার্টির প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সঠিক নীতি ও সংগ্রাম কৌশলের উপর ভিত্তি করে সমস্ত নির্য্যাতন ও প্রতিকূল অবস্থাকে বৈপ্লবিক দৃঢ়তা দ্বারা কর্মীরা অতিক্রম করে চলেছেন তা বর্ণনা করে ভবিষ্যত সংগ্রামে পার্টি কর্মীদের অধিকতর সচেতন ও ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা অবলম্বন করতে আহ্বান জানান। ২৪ পরগণার কর্মী সমাবেশে কমরেড সুধীর ব্যানার্জী ও কৃষ্ণ ব্যানার্জী বিগত তে-ভাগা সংগ্রামে পার্টির বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও কৃষকদের জয়ের উৎস শ্রমিক শ্রেণীর দল এস. ইউ, সি'র সংগ্রামী কৌশলের নির্ভুলতার আর এক উজ্জ্বল উদাহরণ কর্মীদের কাছে তুলে ধরেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত কর্মী সমাবেশে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রীতিশ চন্দ সভাপতির ভাষণে পার্টির ছয় বৎসরের সংগ্রামী ইতিহাস বর্ণনা করেন। এই কর্মী সমাবেশে পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রধান বক্তা হিসাবে ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীর দলের অভাব মেটানোর কাজে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার তত্ত্বগত দিক হতে যে অভিযান দল গঠনের দিন হতে চালনা করে আসছে তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটন করে দেখান যে এস, ইউ, সিই একমাত্র দল যে সর্বক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে এসেছে এবং তারই উপর ভিত্তি করে আজ চারটি প্রদেশে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র, যুবক, বাস্তুহারা, নারী ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনার বৈজ্ঞানিক মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী সংগ্রামী কৌশল আয়ত্ব করতে কর্মী ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে। মত ও পথের নির্ভুলতা, নীতি ও সংগঠনের মার্কসবাদী প্রণালী দুনিয়ার শ্রমিক ও মেহনতী জনগণের মুক্তির প্রশস্ত পথ বেয়ে ভারতের শ্রমিক, কৃষক, জনগনও ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের নেতৃত্বে সুনিশ্চিত জয়ের দিকে এগিয়ে যাবে; দুনিয়ার মুক্তি সংগ্রাম জয়যুক্ত হোক, দুনিয়ার শ্রমজীবি মানুষের ঐক্য দৃঢ় হোক ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার জিন্দাবাদ।

২৪শে এপ্রিল এশিয়া দিবস পালন

বিশ্ব শান্তি সংসদের আহ্বানে ভারতের সর্বত্র গত ২৪শে এপ্রিল এশিয়া দিবস যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি রোখার জন্য, মার্কিন যুদ্ধবাজদের 'এশিয়া বাসীর বিরুদ্ধে এশিয়া বাসীদের, যুদ্ধে লাগাবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক জনগনের মুক্তি সংগ্রাম তথা স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে, যুদ্ধব্যয় ও সমরোপকরণ সঙ্কোচন এবং আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্র নিষিদ্ধকরণের দাবীতে এশিয়া দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে প্রদেশে প্রদেশে প্রাচীর পত্র দ্বারা মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তের ভয়াবহ রূপ প্রকাশে, আণবিক শক্তি মানব কল্যাণে ব্যবহার না করে মানুষ মারার কাজে ব্যবহারের প্রতিবাদে, ভারতের নেহেরু সরকারের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির বুলি এবং দেশে শান্তির সংগ্রামকে বানচাল ও মার্কিন যুদ্ধ প্রচারের সহায়তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং বৈঠক প্রভৃতির মারফৎ জনগনের শান্তির সংগ্রাম গড়ে তুলে দেশী-বিদেশী যুদ্ধবাজদের যুদ্ধ চক্রান্ত প্রতিরোধের কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনের আহ্বান জানান হয়।

সারা ভারত শান্তি সংসদ ও প্রাদেশিক শান্তি সংসদগুলোর আহ্বানে যে প্রাচীর পত্র, বৈঠক, ঘরোয়া সভা ও জনসভার আয়োজন করা হয় তাহাতেও পার্টিকর্মীরা উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করেন।

এশিয়া দিবসে প্রাদেশিক জন সমাবেশ গুলোর মধ্যে উৎকলের কটক টাউন হলে অনুষ্ঠিত শান্তি সংসদের সভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানেও পার্টি তাৎপর্য্যপূর্ণ অংশ নেয়।

সভায় কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক কমরেড চিন্তামনি পানীগ্রাহী সাধারণ-ভাবে মার্কিন যুদ্ধবাজ ও ফরাসী যুদ্ধ চক্রীদের নিন্দা করে বক্তৃতা করেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির দুই জন সদস্য সাম্রাজ্য বাদীদের যুদ্ধ চক্রান্ত ও বিশ্ব-শান্তির প্রসঙ্গে মূল আলোচনায় নির্লজ্জ-ভাবে নেহেরুজীর প্রশস্তিতে গদগদ হয়ে ওঠেন। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কটক জেলা সংগঠক কমরেড রঘুনাথ দাস (এডভোকেট) বিস্তৃতভাবে মার্কিনযুদ্ধ চক্রান্ত এবং অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিক রাষ্ট্র গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যুদ্ধ চক্রান্তে সহ-যোগীতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধতার স্বরূপ, জাতীসঙ্ঘের চীনের প্রতি-নিধিত্বের দাবী উত্থাপনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে এবং সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরে মার্কিন আর্থিক সাহায্যের নামে ও মার্কিন যুদ্ধ প্রচারের অবারিত ব্যবস্থা করে মার্কিন যুদ্ধপ্রচারের সুহায্য প্রভৃতির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করে নেহেরুর ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থানুকুল চরিত্রের আসল দিক উদ্‌ঘাটন করেন ভারতের শান্তি সংগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টি নেহেরুজীর নেতৃত্বে শান্তি আন্দোলনের সমাধি রচনার যে হটকারী নীতি গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে সতর্ক করে জনগণকে সক্রিয় শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলে এসিয়া তথা সারা বিশ্বে যুদ্ধ চক্রান্ত অবসান ও শান্তিরক্ষায় অগ্রণী হতে আহ্বান জানান।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।